শাখা তহবিল সংক্রান্ত

স্থানীয় দাতা, উপদেষ্টা, সদস্যদের চাঁদা বিভিন্ন সংস্থার অনুদান থেকে তহবিল গঠন করা হয়ে থাকে। শাখার সভাপতি / সাধারণ সম্পাদক / কোষাধ্যক্ষ তিন জনের যৌথ স্বাক্ষরে প্রধান কার্যালয়ে অনুমতি পত্র নিয়ে ব্যাংক একাউন্ট খুলতে হবে এবং তিনজনের স্বাক্ষরে একাউন্ট পরিচালিত হবে।

সদস্য ভর্তি সংক্রান্ত

সদস্য মাসিক চাঁদাঃ ১০/- টাকা, ভর্তি ফিঃ সাধারণ সদস্য: ৫০০/- টাকা, আজীবন সদস্য: ৫০০০/- টাকা। সংস্থা সদস্য ফরম পূরণ করে ২ কপি ছবি, চেয়ারম্যানের সনদপত্র অথবা জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি জমা দিতে হবে। (শিক্ষা সংক্রান্ত সনদপত্র যদি থাকে সংযুক্ত করতে হবে।

অতিরিক্ত তথ্য

* সংস্থার সকল সদস্য / সদস্যা / কর্মকর্তা স্বেচ্ছাসেবী ব্যক্তিত্ব।
* শাখা কমিটির অফিস স্থাপন করতে হলে হেড অফিসের অনুমোদন নিতে হবে।
* স্থানীয় কমিটি, অফিস পরিচালনা সহ সকল দায়িত্ব পালন করবেন স্থানীয় অনুদান, চাঁদা নিয়ে ব্যয় নির্বাহ করবেন।
* কোন কর্মকর্তা / কর্মচারী / সদস্য / সদস্যার বিরুদ্ধে যে কোন অভিযোগ পাওয়া মাত্রই সাময়িক বরখাস্ত করা সহ পরিচয়পত্র বাতিল পূর্বক তদন্ত করা হবে। তদন্ত রিপোর্ট প্রাপ্তির পর কেন্দ্রীয় অফিস যেকোন ব্যবস্থা নেয়া যাবে।
* মাঠ পর্যায়ে কোন কর্মকর্তা / সদস্য / সদস্যাগণ ৪৫ দিনের মধ্যে কোন কার্যক্রমের রিপোর্ট হেড অফিসে জানাতে ব্যর্থ হলে, কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হবে ও পরিচয় পত্র বাতিল করা হবে।
* আইনগত সহযোগীতা প্রাপ্তির জন্য অত্র সংস্থার যে কোন শাখা অফিসে আবেদন করলে তার অনুলিপি অবশ্যই তাৎক্ষনিক প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করতে হবে। অন্যথায় প্রশাসনিক কোন জটিলতা সৃষ্টি হলে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেনা।
* কোন আবেদনের চুড়ান্ত নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বাদী বিবাদীর মধ্যে কোন আর্থিক লেনদেন প্রয়োজন হলে তা প্রধান কার্যালয়ের নির্ধারিত হিসাব নম্বরে জমা প্রদান করতে হবে এবং প্রধান কার্যালয় তা বাদী / বিবাদী / পাওনাদারকে চেকের মাধ্যমে রশিদের মাধ্যমে প্রদান করবেন।

বি. দ্র. : অত্র সংস্থার পরিচয়পত্র ব্যবহার করে অনৈতিক কাজে লিপ্ত হলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঃ গুরুত্বপূর্ণ পদ সমূহ ঃ

ঃ প্রধান পৃষ্ঠপোষক ঃ

মরহুম বিচারপতি হাবিবুর রহমান খান, সাবেক চেয়ারম্যান (তদন্ত কমিশন), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ও সাবেক চেয়ারম্যান ট্রুথ কমিশন ও বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল।

ঃ প্রধান উপদেষ্টা ঃ

* জনাব ডঃ মোঃ শাহজাহান, সাবেক মহাসচিব, বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন।

ঃ উপদেষ্টাবৃন্দ ঃ

* এ্যাড. কামরুল হাসান খান আসলাম, সহকারী এটর্নী জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা)।
* কাজী জাহিদ ইকবাল হোসেন, সম্পাদক, দৈনিক দেশবার্তা।
* এ্যাড. এফ এম হেলাল উদ্দিন পাটোয়ারী, জজ কোর্ট, ঢাকা।
* এ্যাড. আবুল বাশার, সাবেক এ পি পি, জজ কোর্ট, ঢাকা।
* এ্যাড. কামাল উদ্দিন খান, জজ কোর্ট, ঢাকা।
* এ্যাড মোঃ লিটন চৌধুরী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা।
* এ্যাড. সৈয়দ মোঃ আসলাম, জজ কোর্ট, ঢাকা।
* এ্যাড. মিজানুর রহমান, জজ কোর্ট, ঢাকা।
* এ্যাড. মোঃ শাহান শাহ, জজ কোর্ট, ঢাকা।

চেয়ারম্যান

এডভোকেট হেলাল উদ্দিন পাটোয়ারী

ভাইস চেয়ারম্যান

সুমন খালাসী

নির্বাহী পরিচালক : মোছাঃ নাজমুন নাহার

ঃ এক নজরে ঃ

* সংস্থার নিবন্ধন (জকোএন্ডএফ), গভঃ নিবন্ধন নং : এস-৯৪১৭
সমাজ সেবা অধিদপ্তর, গভঃ নিবন্ধন নং : ঢ-০৩৫৭৬/১৯৯৬
* পর্যবেক্ষক সংস্থা বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, (সাবেক ২০১৩ - ২০২৩) নিবন্ধন নং-৮১/২০১৩ এবং ১০/২০১৮
* নির্বাহী পরিষদ-১৩ জন
* বর্তমান কার্যক্রম এলাকা বিশ্বব্যাপী।

আইন সহায়তা কেন্দ্র (আসক) ফাউন্ডেশন ★ ঢাকা, বাংলাদেশ ★

তথ্যপত্র

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা

আইন সহায়তা কেন্দ্র (আসক) ফাউন্ডেশন

“হে বিশ্ববাসী, সুন্দর পৃথিবীতে শান্তিতে বাঁচতে দাও”

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন

প্রধান কার্যালয় ঃ

গুলিস্তান শপিং কমপ্লেক্স, রুম নং-৭৭ (৮ম তলা),
২, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, গুলিস্তান, ঢাকা-১০০০।
টেলিফোন ঃ ০২-৯৫১৩১৮৮,
মোবাইল : ০১৯৩২৩৭৬৭৪৯

ভিজিট করুন ঃ

www.asokfoundationbd.org

ফেসবুক পেজ লিংক ঃ

https://www.facebook.com/ain.sohayota.16

মেইল করুন ঃ

asokfoundationbdorg@gmail.com
shandhabani@gmail.com,
shandhabani@yahoo.com,

সৌজন্যেঃ দৈনিক সন্ধ্যাবাণী (জাতীয় দৈনিক) THE DAILY SHANDHABANI — সদা জাগ্রত আমাদের চোখ

ফেসবুক পেজ ঃ www.facebook.com/shandhabani.daily
ওয়েব পোর্টাল ঃ www.dailyshandhabani.com
ওয়েব ই-পেপার ঃ www.shandhabani.com/epaper

আইন সহায়তা কেন্দ্র ফাউন্ডেশন

এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

১. সংস্থা দেশের অসহায় দুঃস্থ নির্যাতিত নারী পুরুষদের আইনগত সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২. সংস্থা আইনগত সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে সালিশী সভা করে স্থানীয়ভাবে বিরোধ মিমাংসা করার জন্য কাজ করবে এ ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনের সার্বিক সহযোগীতা গ্রহন করবে।

৩. দেশের সকল পর্যায়ের নাগরিকগন ফাউন্ডেশনের দারস্থ হতে পারবে।

৪. সংস্থায় যে কোন ব্যক্তি আইনগত সহযোগীতার জন্য লিখিত আবেদন করলে কর্তৃপক্ষ সরেজমিনে আবেদনের সত্যতা যাচাই করার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগীতা নিয়ে আইনগত সহায়তা প্রদানে সচেষ্ট হবে।

৫. সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য মানবাধিকার বিষয়টি পর্যবেক্ষন ও সহযোগীতা প্রদানের বিষয়টি নিয়ে অত্র সংস্থা কাজ করবে এবং প্রয়োজনে গণ মানুষের স্বার্থে স্ব-উদ্যোগে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করবে।

৬. সংস্থা বিনা বিচারে আটকদের মুক্তি ও দুঃস্থ কয়েদিদের পুনর্বাসনের সহায়তা প্রদান করবে।

৭. সংস্থা দুঃস্থদের পুনর্বাসন ও তাদের জন্য "শেল্টার হোম" তৈরি করবে।

৮. সংস্থা দরিদ্র গণমানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সকল ধরনের জনকল্যাণ মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করবে ও মানবাধিকার বিষয়ক কাজে বিশেষ অবদানের জন্য ক্ষেত্র বিশেষ বিভিন্ন ব্যক্তি / প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদান করবে।

৯. আইন সহায়তা কেন্দ্র ফাউন্ডেশন দেশের সকল তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠনের কার্যালয়ে প্যারলিগ্যাল প্রশিক্ষন পরিচালনা করবে।

১০. সংস্থা অবহেলিত দারিদ্র মানুষের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম করবে।

১১. সংস্থা অশিক্ষিত মানব গোষ্ঠীর উন্নত পদ্ধতিতে শিক্ষামূলক কার্যক্রম গ্রহনের মাধ্যমে কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১২. সংস্থা জনসাধারণকে / দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে / মানব সমাজকে উপযোগীতা মূলক কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করবে।

১৩. সংস্থা সাধারণ মানুষের (শিক্ষিত / অর্ধশিক্ষিত) মধ্যে পাঠাগার / পাঠ কক্ষ প্রতিষ্ঠা করে পাঠ্যাভ্যাস গড়ে তোলার ব্যাপারে সচেতন করবে।

১৪. সংস্থা নাটক, টেলিফিল্ম, সভা, সেমিনার এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তৃণমূল মানাবাধিকার কর্মী সৃজন করবে।

১৫. সংস্থা সকল পেশার মানুষের সার্বিক কল্যাণে আইনগত সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে জমি, সম্পদ, বিদেশে পাঠানোর নামে প্রতারণা, নারী শিশু পাচার সহ যে কোন বিষয় মাঠ পর্যায়ে কাজ করবে।

১৬. সংস্থা অভিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পারিবারিক পুষ্টি নিরাপদ মার্তৃত্ব প্রজনন স্বাস্থ্য, সচেতনতা বৃদ্ধি ও যুগোপযোগী উন্নয়ন কর্মকান্ডে বাস্তবায়ন করবে।

১৭. সংস্থা বনায়ন ও নার্সারী প্রকল্প গ্রহণ করা, আর্সেনিক মুক্ত তথা বিশুদ্ধ পানীয়, ত্রানের ব্যবস্থা গ্রহন ও বাস্তবায়ন করা এবং পরিবেশ উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১৮. সংস্থা যুবক-যুবতীদের কর্ম সংস্থানের লক্ষ্যে স্বল্প সময়ে যে কোন টেকনিক্যাল ট্রেনিং প্রদান করবে।

১৯. সংস্থা বয়স্ক শিক্ষা, কিশোর, কিশোরী ও উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহন করবে।

২০. সংস্থা নারীর ক্ষমতায়ন ও পারিবারিক আইন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করবে।

২১. সংস্থা দেশব্যাপী সংগঠনের পক্ষ থেকে গণজাগরণ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান / ব্যক্তির নিকট হইতে স্পন্সর গ্রহন করবে।

২২. সংস্থা যে কোন ব্যক্তিকে আইন সহায়তা প্রদান, বাল্যবিবাহ এবং যৌতুক প্রতিরোধকল্পে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

(উল্লেখীত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সরকার অনুমোদিত গঠনতন্ত্র মোতাবেক)

DAILY জাতীয় ইংরেজী দৈনিক All Are True
PRESENT TIMES
পড়ুন এবং বিজ্ঞাপন দিন

অন্যান্য তথ্যঃ

১। নির্যাতিত অসহায় মানবাধিকার বঞ্চিতরা সংস্থার বরাবরে ফর্মে / সাদা কাগজে নির্বাহী পরিচালক আইন সহায়তা কেন্দ্র ফাউন্ডেশন ঢাকার বরাবরে আইনগত সহায়তা প্রাপ্তির লক্ষ্যে লিখিত আবেদন করবেন। আবেদন প্রাপ্তির পর সংস্থার চৌকস প্রতিনিধিগণ সরজমিনে সত্যতা যাচাই বাছাই পূর্বক আবেদনকারী প্রয়োজনে প্রতিপক্ষ এবং স্বাক্ষী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি প্রসাশনের বক্তব্য ধারণ করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ / সংশ্লিষ্ট প্রসাশনকে অবহিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। প্রয়োজনে আইনজীবীর মাধ্যমেও মামলা করা হয়। উল্লেখ্য যে, স্থানীয় ভাবে সালিশের মাধ্যমে ঘটনার মীমাংসা করার চেষ্টা করা হয়।

২। সংস্থা জমি, সম্পদ, নারী ও শিশু নির্যাতনসহ যেকোন বিষয়ে আবেদন গ্রহন করে থাকে।

৩। সংস্থার প্রতিনিধিগন যে কোন ব্যক্তিগত কাজের স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে কাজ করে থাকেন।

৪। সংস্থা দাতা সদস্যদের এককালীন / মাসিক অনুদান বিভিন্ন সরকারী / বেসরকারী প্রতিষ্ঠান / ব্যক্তিগণের এককালীন / বিভিন্ন সময় প্রদেয় অনুদানের মাধ্যমে সংগঠন পরিচালিত হয়ে থাকে।

৫। প্রতি বছর চার্টার্ড একাউন্ট কর্তৃক অডিট হয়ে থাকে।

৬। সংস্থার অর্থ ব্যাংকে জমা হয়ে থাকে।

শাখা সংগঠন সংক্রান্ত

শাখায় সর্বনিম্ন - ১১ সদস্য কমিটি থাকবে, উর্ধ্বে - ১০১জন।

(দাতা সদস্য ব্যতীত কার্যকরী কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত বাঞ্চনীয় নয়)

(১) সভাপতি ১ জন, (২) সহ-সভাপতি ১-৫ জন, (৩) সাধারণ সম্পাদক ১ জন, (৪) যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ১ জন, (৫) অর্থ সম্পাদক ১ জন, (৬) সাংগঠনিক সম্পাদক ১ জন, (৭) দপ্তর সম্পাদক ১ জন, (৮) আইন সম্পাদক ১ জন, (৯) প্রচার সম্পাদক ১ জন, (১০) মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক ১ জন (১১) কার্যনির্বাহী সদস্য ১ জন। (১২) প্রধান উপদেষ্টা ১ জন এবং ১০ জন উপদেষ্টা পরিষদ থাকবে। (স্থানীয় সুধীজনদের নিয়ে)